স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন, ঢাকা, রবিবার, ১৭ আশ্বিন ১৪২৩, ২ অক্টোবর ২০১৬

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম।

স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা।

জাতীয় জীবনে আজ এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হতে যাচ্ছে। আজ থেকে নাগরিকরদের নাম-পরিচয়ের আধুনিক ও ডিজিটাল ডকুমেন্ট 'স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র' প্রদান করা হবে।

আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ, সম্ভ্রম হারানো ২ লাখ মা-বোনকে। শ্রদ্ধা জানাই জাতীয় চার-নেতা ও ১৫ আগস্টের শহীদদের।

২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বরের নির্বাচন উপলক্ষে আমাদের নির্বাচনী মেনিফেস্টো 'দিন বদলের সনদ'-এ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার অঙ্গীকার করেছিলাম। আজ এই স্মার্ট পরিচয়পত্র প্রদান সেই অঙ্গীকারের সফল বাস্তবায়ন।

সুধিবৃন্দ,

নির্বাচন কমিশন Identification system for Enhancing Access to Services (IDEA) প্রকল্পের আওতায় স্মার্ট জাতীয় পরিচয় প্রদানের কাজ হাতে নেয়। এই কাজটি করার জন্য নির্বাচন কমিশন এবং আর্থিক সহায়তার জন্য বিশ্ব ব্যাংকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

নির্বাচন কমিশন নাগরিকদের তথ্য-উপাত্ত ও বায়োমেট্রিকস্ সমৃদ্ধ ডাটাবেইজ তৈরি করেছে। বর্তমানে দশ কোটির অধিক নাগরিকের তথ্য-উপাত্ত ডাটাবেইজে সংরক্ষিত রয়েছে। বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম এ নাগরিক ডাটাবেইজটি নির্ভরযোগ্য তথ্য-উপাত্তের ভান্ডার হিসেবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইতোমধ্যে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে।

আপনারা জানেন, ২০০১ সালে কারচুপির নির্বাচনের পর থেকেই আমরা ছবি-সম্বলিত ভোটার তালিকা প্রণয়নের দাবী তুলেছিলাম।

আমাদের দাবী উপেক্ষা করে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার তাদের আজ্ঞাবহ নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে ত্রুটিপূর্ণ ভোটার তালিকা তৈরি করে। পরে প্রমাণিত হয় এই ভোটার তালিকায় প্রায় ১ কোটি ৩৯ লাখ ভূয়া ভোটারের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এই বিপুল সংখ্যক ভূয়া ভোটারের সাহায্যে তারা নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে চেয়েছিল। কিন্তু আমাদের আন্দোলনের মুখে তাদের সেই প্রত্যাশা পূরণ হয়নি।

এক/এগার-এর পর তত্ত্বাবধায়ক সরকার অনেক নিপীড়নমূলক কাজ করেছে। আমাকে অন্যায়ভাবে এক বছর জেলে আটকে রেখেছে। কিন্তু একটি কাজের জন্য আমি তাঁদের ধন্যবাদ দেই যে, তাঁরা ছবি-সম্বলিত ভোটার তালিকা তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। ইউএনডিপি'র অর্থায়নে এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সহায়তায় ২০০৮ সালে ছবি-সম্বলিত ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা হয়। এই ভোটার তালিকা দিয়েই ২০০৮ সালে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

আর সুষ্ঠু নির্বাচন হলে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জনগণের ম্যান্ডেট পাবে- এ ব্যাপারে আমার কখনই কোন দ্বিধা ছিল না, এখনও নেই। কারণ আমরা মানুষের জন্য কাজ করি।

সুধী,

ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা প্রণয়নের পর প্রাথমিকভাবে পেপার-লেমিনেটেড সাধারণ জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান শুরু হয়।

আমরা সরকার গঠনের পর জাতীয় পরিচয়পত্রের বহুবিধ ব্যবহারের উদ্যোগ নেই। একজন নাগরিককে সঠিক সেবা প্রদানের জন্য তাঁর পরিচয় জানা অত্যন্ত জরুরি। পরিচিতি সঠিকভাবে নির্ণয় না হলে সেবা গ্রহণে উপযুক্ত নয় এমন ব্যক্তিও সেবা গ্রহণের সুযোগ পেয়ে যায়। প্রতারণা বা জালিয়াতির সুযোগ থাকে।

এখন বিভিন্ন সেবার পাওয়ার জন্য জাতীয় পরিচয়পত্র জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ব্যাংক একাউন্ট খোলা, বিদ্যুত-গ্যাসের সংযোগ নেওয়া, সরকারের দেওয়া ভতুর্কির অর্থ গ্রহণ, পাসপোর্ট করাসহ সকল ক্ষেত্রে জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি জমা দিতে হয়। এরফলে প্রতারণা অনেকাংশে কমে এসেছে।

আবার আঙ্গুলের ছাপ যাচাইয়ের মাধ্যমে সহজেই অপরাধীকে সনাক্ত করা সম্ভব হচ্ছে। আঙ্গুলের ছাপ মিলিয়ে সম্প্রতি বিভিন্ন ঘটনার সঙ্গে জড়িত জঙ্গিদের পরিচয় উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

আজকে যে স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্রের বিতরণ শুরু হচ্ছে এটা আগের জাতীয় পরিচয়পত্রের আধুনিক সংস্করণ। এই স্মার্ট কার্ড অধিকতর নিরাপদ এবং এর বহুবিধ ব্যবহার সম্ভব হবে। বর্তমান বিশ্বের সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে এটি তৈরি হয়েছে এবং এটি নকল করা সম্ভব নয়।

জাতীয় পরিচয়ের ডাটাবেইজ ও স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রত্যয়নকারী কর্তৃপক্ষের সনদ পেয়েছে। এটি ট্র্যাভেল কার্ডসহ আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন জাতীয় পরিচয়পত্র হিসেবে বিবেচিত হবে। স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র নাগরিকদের পরিচয় নিশ্চয়তা প্রদানের পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সেবা ও সুবিধা প্রাপ্তি নিশ্চিত করবে।

সেবা প্রদানকারী সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহ অনলাইন ও অফলাইন উভয় পদ্ধতিতে নাগরিকদের পরিচিতি সঠিকভাবে যাচাই করতে পারবে।

সুধিবৃন্দ,

তাৎক্ষণিকভাবে পরিচয়ের তথ্যাদি যাচাইয়ের জন্য সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে ডাটাবেইজে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়েছে।

সম্প্রতি সরকারি কর্মচারিদের বেতন নির্ধারণের কাজে সহায়তা করার জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগকে কমিশনের ডাটাবেইজে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়।

নির্বাচন কমিশনের ডাটাবেইজে লিংক স্থাপনের মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃপক্ষ করদাতা সনাক্তকরণ, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হজ্জযাত্রীদের নিবন্ধন কাজ, পাসপোর্ট প্রদানের ক্ষেত্রে নাগরিকদের পরিচয় যাচাইয়ের কাজে জাতীয় পরিচয়পত্র ও সংরক্ষিত তথ্য-উপাত্তের তথ্যাদি ব্যবহার করছে। পাসপোর্ট করতে পুলিশ ভেরিফিকেশনের জন্য এখন আর অযথা সময় কিংবা অর্থ নষ্ট হবে না।

এছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংক, চুক্তিভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কমিশনের ডাটাবেইজের তথ্য-উপাত্ত ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থ লেনদেনের কাজে গ্রাহকদের পরিচিতি যাচাই করছে।

নির্বাচন কমিশনের ডাটাবেইজ ব্যবহার করে নাগরিকগণের বায়োমেট্রিকস তথ্যাদি যাচাইয়ের মাধ্যমে মাত্র ৪ মাসে ১২ কোটিরও বেশি সিম পুনর্নিবন্ধন করা হয়।

সুধিবৃন্দ,

বর্তমানে আঠারো কিংবা তার চেয়ে অধিক বয়সের নাগরিকদের জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান করা হচ্ছে। তবে যাদের বয়স আঠারো বছরের কম এবং যারা ভোটার হওয়ার যোগ্য নয় তাদেরও পরিচয় নিবন্ধন করে জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদানের নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

এছাড়া আদালত/ট্রাইবুন্যাল কর্তৃক দন্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং মানসিক প্রতিবন্ধীদেরকেও নিবন্ধনের আওতায় আনা হবে এবং জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান করা হবে।

আমি মনে করি, সকল নাগরিককে এই স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান করা সম্পন্ন হলে সরকারি সেবাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন আসবে। প্রতারণা, জালিয়াতি কমে আসবে। কেউ অপরাধ করে পার পাবে না।

আমরা সারাদেশে প্রায় ৫ হাজার ৫৭২ ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন করেছি। গাজীপুর এবং সাভারে হাইটেক পার্ক স্থাপন করা হচ্ছে। আগামী বছর বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের লক্ষ্যে কাজ চলছে। ২৫ হাজার ওয়েবসাইটসহ বিশ্বের বৃহত্তম ওয়েব পোর্টাল 'তথ্য বাতায়ন' স্থাপন করা হয়েছে। দেশে মোবাইল সীমকার্ডের সংখ্যা ১৩ কোটি অতিক্রম করেছে। ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৬ কোটি ২০ লাখেরও বেশি।

আমরা চাই দেশের সকল নাগরিক সহজে সেবা গ্রহণ করুক। কেউ যাতে অযথা হয়রানির শিকার না হন। আমাদের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার এটাই মূল উদ্দেশ্য।

Distinguished Guests,

I would like to extend my sincere thanks to all guests present here. This is an auspicious moment for the nation as we are going to inaugurate the Smart NID card.

I also hope that different government and non-government organizations, and international bodies will extend their assistance and cooperation to safeguard, enrich and upgrade NID Database and its services.

My special thanks go to the World Bank for providing necessary funds to implement this project.

বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের মহাসড়কে। আমাদের অর্থনীতি শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম। আমরা কারও কাছে আর ভিক্ষা চাই না। আমরা সহযোগিতা চাই। বিনিয়োগ চাই। সেজন্য আমরা অবকাঠামো খাতে উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করেছি।

আমাদের লক্ষ্য আমরা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তোলা।

আজকে যে স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র বিতরণ শুরু হ'ল এটি জাতি হিসেবে আমাদের মর্যাদা আরও বাড়িয়ে দিবে। আমরা উন্নত জাতির কাতারে সামিল হতে যাচ্ছি। এই প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত সকলকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। দ্রুততার সঙ্গে দেশের সকল নাগরিকের হাতে যাতে এ স্মার্ট পরিচয়পত্র পৌঁছে যায় সে লক্ষ্য কাজ করা জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সবাইকে অনুরোধ জানাচ্ছি। সবাইকে আবারও ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...